পাঠক ফোরাম

যৌতুকমুক্ত সমাজ

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজ জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছে। সমাজের এক শ্রেণীর ধনকুবের এই যৌতুক প্রথাকে অতি উৎসাহে লালন করে সমাজ ব্যবস্থার বারোটা বাজাচ্ছে। ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সামাজিক ঐতিহ্য। যৌতুক অভিশপ্ত সমাজকে রক্ষা করা দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যৌতুক দেয়া এবং নেয়া উভয়ে অপরাধী। এই অপরাধীদের চিহ্নিত করে আসুন যৌতুকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলি।

ফিরোজ মোঃ শহীদ ইকবাল
দক্ষিণ মোহরা, চট্টগ্রাম

ভোট দেবো কাকে

আবার নির্বাচন আসন্ন। মিষ্টি কথার ফুলঝুড়িতে সারা বাংলাদেশ সয়লাব। আবার আমরা শুনতে পাচ্ছি উন্নয়ন, অগ্রগতির মিথ্যা আশ্বাস। আর তা শুনে শুনে আবার তাদের ভোট দেবো, তারা মন্ত্রী-এমপি হবে। আবার আমরা যথারীতি হরতাল, সন্ত্রাস, ছিনতাই, ঘুষ-দুর্নীতি ধর্ষণের আবর্তে বন্দী হবো! আসুন যিনি ক্ষমতায় যান আর বিরোধী দলে যান, সংসদে গিয়ে আইন করে চিরদিনের মতো হরতাল নিষিদ্ধ আর সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিষ্কার করে জেলে দেবেন বলে স্পষ্ট ওয়াদা করবেন তাকেই নির্বাচিত করি।

Salauddin Rabby
kyunjgido Kimpo City
South Korea

সেরা পদকে বাংলাদেশ

যে দেশের প্রধানমন্ত্রী অর্জন করেছে বড় বড় ডিগ্রি (!) সে দেশ কোনো ডিগ্রি বা পদক পাবে না তা কি হয়? বাংলাদেশ খেতাব অর্জন করেছে বিশ্বসেরা দুর্নীতি-পরায়ণ দেশ হিসেবে। যাই হোক বিশ্ব সেরা তো(!) স্বাধীন হয়েছি '৭১ সালে এই জন্যই কি? চারদিকে শুধুই হায়েনার থাবা, মানুষ কোথায়? এই কলুষিত অবস্থান থেকে বের হতে হলে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন, অন্যায়-অবিচার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে। তা না হলে বাংলাদেশের সত্যিকারের মুক্তি কোনোদিন আসবে না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে উড়াতে হবে পতাকা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে।

মোঃ রাশেদুজ্জামান (জুয়েল)
ময়মনসিংহ-২২০০

প্রসঙ্গ পলিথিন

সকল প্রকার পলিথিনই পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য কমবেশি ক্ষতিকর। কালো পলিথিনের ভেতরকার দ্রব্য বাইরে থেকে দেখা যায় না এবং কালো পলিথিন দামেও সস্তা। ফলে কালো পলিথিনের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। যেহেতু কালো পলিথিনের ভেতরের দ্রব্য দেখা যায় না, সেহেতু কালো পলিথিনে করেই মলমূত্র, বমি, পচা দ্রব্য ইত্যাদি ফেলা হয়। আর কালো রং-এর পলিথন মূলত বর্জ্য পলিথিন, বর্জ্য প্লাস্টিক ইত্যাদি কুড়িয়ে এনে সাধারণ তাপমাত্রায় গলিয়ে তৈরি করা হয়। যে তাপমাত্রায় এই কালো পলিথিন তৈরি করা হয় তাতে হেপাটাইটিস ভাইরাস, টাইফয়েড, এইডস এর মতো রোগের জীবাণু ধ্বংস নাও হতে পারে। অথচ এই কালো পলিথিনে করেই খাদ্যদ্রব্য পরিবহন, সংরক্ষণ হচ্ছে। পুরনো বর্জ্য, পলিথিন বর্জ্য প্লাস্টিক দিয়ে কেবল কালো রং মিশিয়ে কালো পলিথিনই তৈরি করা হয়, অন্য রং-এর পলিথিন তৈরি হয় না। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা পলিথিন ব্যবহারের ঘোর বিরোধী। কিন্তু তারপরও পলিথিন যত্রতত্র ব্যবহার হচ্ছে, উৎপাদন হচ্ছে, এমনকি বিক্রিও হচ্ছে। অন্যান্য দেশগুলোতে কালো পলিথিন একেবারেই ব্যবহার হয় না। এর বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

মোঃ খায়রুল আলম বাপ্পী, ফুলতলা, খুলনা-১২১০

বোমা হামলা রহস্য

দেশে যে কোনো নাশকতামূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হলেই আওয়ামী লীগ বিএনপিকে এবং বিএনপি আওয়ামী লীগকে দায়ী করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে সংঘটিত হওয়া শক্তিশালী বোমা হামলাও এর ব্যতিক্রম নয়। অথচ কোনো বোমা হামলার ঘটনারই শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি। চিহ্নিত হয়নি এর নেপথ্যে কারা? সাবেক প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েও কোথায় যেন এসে থেমে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন? বোমা হামলা রহস্য কি তবে এমনভাবে অমীমাংসিতই থেকে যাবে?

কাজী হৃদয়
মিরপুর, ঢাকা

বাড়ি ভাড়া

রাজধানীকেন্দ্রিক হবার কারণে দিন দিন বাড়ছে ঢাকায় বসবাসকারী লোকের সংখ্যা। জীবিকার অন্বেষণে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিনই লোক আসছে রাজধানী ঢাকায়। ফলে সর্বোচ্চ প্রয়োজনের ভিত্তিতে একশ্রেণীর বাড়ির মালিকরাও বাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে চলেছে অন্যায়ভাবেই। বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির জন্য ন্যূনতম কোনো সময়সীমাও মানছে না। সরকার কি পারে না বাড়িরভাড়া সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা প্রয়োগ করে সাধারণ জনগণকে বাড়িওয়ালাদের অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে?

বিপ্লব বাবু
এসকিউ, ঢাকা

প্রবাসীদের জন্য সুযোগ (!)

সাম্প্রতিক বাজেটে অর্থমন্ত্রী 'প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সুবিধা' নামে একটি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। বছরে একটা নির্দিষ্ট অংকের টাকা পাঠানো প্রবাসীরা সরকারের তরফ থেকে ভিআইপি কার্ড, গোল্ড কার্ড ও সিলভার কার্ড পাবেন এবং এসব কার্ডের বিনিময়ে তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন বিনা কমিশনে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানো, হ্রাসকৃত মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয়, বিমান, রেল ও সড়ক যোগাযোগের টিকেটের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ও ডিসকাউন্টসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। তবে এই কার্ডগুলো পেতে চাইলে একজন প্রবাসীকে বছরে যথাক্রমে ১ লাখ বা ৫০ হাজার বা ন্যূনতম ২০ হাজার ইউএস ডলার দেশে পাঠাতে হবে। এখানে কথা হচ্ছে, অর্থমন্ত্রী প্রবাসী বলতে কাদেরকে বুঝিয়েছেন? যারা জাপান আমেরিকায় থাকেন শুধু তাদেরকেই? আর যারা ইউরোপের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে আছেন? যারা কোরিয়া, সিংগাপুর, মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগুলোতে আছেন তারা কি প্রবাসী নন? যে প্রবাসী বছরে এগারো লাখ চল্লিশ হাজার টাকা (৫৭×২০,০০০) দেশে পাঠাতে পারেন তার কি এসব কার্ডের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? প্রবাসীদের একটা বিশাল অংশ পড়ে আছে মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে। এরা কি পারবে ৫ বছরেও এগারো লাখ চল্লিশ হাজার টাকা দেশে পাঠাতে?

মনির, Port Klang, Malaysia

বাংলা চলচ্চিত্র

বর্তমানে একটি সরব আন্দোলন চলছে বাংলা চলচ্চিত্র থেকে অশ্লীলতা নির্মূলের লক্ষ্যে। এই আন্দোলনের যিনি মূল নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি প্রায়ই 'পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিলাম' অবস্থায় আবির্ভূত হন বিভিন্ন চলচ্চিত্র বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে। সে যাই হোক, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যে একটা কিছু হচ্ছে এটাই মূল কথা। কিন্তু কেবল অশ্লীলতামুক্ত হলেই যে বাংলা চলচ্চিত্র তার হারানো পথ ফিরে পাবে সেটা ভাবা কি ঠিক হচ্ছে? গোটা বাংলা সিনেমার জগৎটি দখল করে রেখেছে অনুকরণপ্রিয়, মেধা-হীন আর অর্ধ শিক্ষিত পরিচালক-প্রযোজকের দল। আমি কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেও তিনটির বেশি নাম খুঁজে পেলাম না যারা গত দশ বছরে ভালো কিছু করার নজির রেখেছেন। এ তিনজন হচ্ছেন– মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল আর হুমায়ূন আহমেদ। চলচ্চিত্রকে বাঁচাতে হলে আসলে শিক্ষিত লোকদের এগিয়ে আসতে হবে। সেটা অভিনয়, পরিচালনা, প্রযোজনা সব ক্ষেত্রেই।

তারিক সালমন
ময়মনসিংহ-২২০০

আসাদুজ্জামান নূর

নিজেকে বাঁচানোর জন্য যিনি অস্ত্রের লাইসেন্স করাকেই অবমাননাকর মনে করেছেন (দ্র : ২০০০, ২৯ জুন সংখ্যা) তিনিই শুধু অস্ত্র নয়, অস্ত্রসহ দেহরক্ষীর জন্যও আবেদন করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। অভিনেতা হতে নেতা হবার পথে দেশের প্রচলিত ধারার নেতাদের মত অস্ত্র ও অস্ত্রবাজ (গানম্যান)-এর পেছনে নূরও এগোলেন। কি প্রয়োজন ছিল এসবের? একজন নূর তিনশ' সাংসদের চাইতেও শক্তিশালী কি ছিলেন না?

মো ঃ মোশাররফ হোসেন মুক্তি
পুরাতন বাজার, বাগেরহাট-৯৩০০

টোকাই

পাত্র চাই বিজ্ঞাপন

ইদানীং আমাদের দেশে কিছু কিছু পাত্র চাই বিজ্ঞাপনে পাত্রী, অভিভাবক পাত্রকে আকৃষ্ট করার অভিপ্রায়ে পাত্রীর নামে ফ্ল্যাট, বাড়ি, গাড়ি আছে বা পাত্রী উন্নত কোনো দেশের ইমিগ্রান্ট ইত্যাদি উল্লেখ করে থাকেন। এটা যে যৌতুকের আধুনিক সংস্করণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ যৌতুক যেখানে সামাজিক সমস্যা, সেখানে এক শ্রেণীর পাত্রীর অভিভাবকদের থেকে এ ধরনের বিজ্ঞাপন কতটা যুক্তিসঙ্গত? কেননা এ যে যৌতুকলোভী পুরুষদেরই (?) উৎসাহিত করার শামিল।

আদিব মাহমুদ
কুয়েত

ছিল পুলিশ কর্মকর্তা

বর্ষ ৪ সংখ্যা ১০-এর প্রচ্ছদ কাহিনীর একটি লাইন (পুলিশ বাহিনীর গুলিই আইনের ফাঁক দিয়ে চলে যায় সন্ত্রাসীদের হাতে) পড়ে আমার একটি নির্ভেজাল গল্প মনে পড়ে গেল। আছাদ আমার চাচাতো ভাই। সে ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থি সর্বহারা বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য। বুলেটে বুক ঝাঁঝরা করা, ক্ষুর, কাঁচি দিয়ে মানুষের ভুঁড়ি নামিয়ে দেয়া তার কাছে ডালভাতের মতই। আমার সঙ্গে কথায় কথায় একদিন আছাদ একটি গল্প করল। গল্পটি এখন আছাদের মুখেই শোনা যাক– আমাকে ছিদ্দিক মোল্লাসহ বাহিনীর কয়েকজন লিডার ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড থেকে BRTCতে ঢাকার উদ্দেশে তুলে দিলেন। সঙ্গে দিলেন এক ব্যাগ টাকা ও একটি চিরকূট। টাকার পরিমাণ ১৫ লাখ ৭৫ হাজার। আমি গাবতলীতে পৌঁছতেই এক ব্যক্তি সবুজ নামে (ছদ্ম নাম) আমাকে ডাকছেন। তাকে অনুসরণ করে তার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে রাত্রি যাপনের পরদিন ঐ ব্যক্তি আমার টাকার বিনিময়ে পরিমাণ মতো গুলি প্লাস্টিকের ড্রামে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে গাবতলী থেকে আমাকে বাসে তুলে দেন। লোকে ভাবে আমি ঢাকা থেকে তেল নিয়ে আসছি। এভাবে আমি বিনা বাধায় ঝিনাইদহ এসে পৌঁছাই ড্রাম ভর্তি গুলিসহ। আমি আছাদের কাছ থেকে জানতে পারি ঘটনার জনৈক ব্যক্তি ঢাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন।

Monir
Prst Klang, Malaysia

বন্দী আমরা

তথাকথিত গডফাদার ফেনীর মুকুটহীন সম্রাট জয়নাল হাজারীকে চেনে না এমন লোক বাংলাদেশে আছে কি না আমার সন্দেহ। খুন, বাড়ি দখল, ব্যাংক লুট, নারী পাচার, নারী ব্যবসা– এই জাতীয় অনেক কিছুই হচ্ছে এই মহান নেতার ইশারায়। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম বলেছিলেন, সন্ত্রাসী যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, প্রয়োজনে মাটির নিচে থেকে তুলে হলেও তার বিচার করা হবে। ১৩ ফেব্রুয়ারি দলের শান্তি মিছিলে ডাঃ এইচবিএম ইকবালের নেতৃত্বে বৃষ্টির মত গুলি করে হত্যা করা হয় নিরীহ চারজন ব্যক্তিকে, যার জলজ্যান্ত প্রমাণ পরের দিনের দৈনিক পত্রিকা। তারপরও ইকবালকে গেপ্তার ও জননিরাপত্তা আইনে সাজা দেওয়া হয়নি কিন্তু কেন? তাহলে কি ধরে নেবো জননিরাপত্তা আইন শুধু দলীয় স্বার্থের জন্য করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই। আমরা লক্ষ্মীপুরের তাহের, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, ফেনীর জয়নাল হাজারী হতে চাই না। আর কত কাল আমরা জিম্মি থাকবো, বন্দী থাকবো, আমাদের এই জাতীয় রাজনীতি বিদদের হাতে?

ফারুক আহমেদ রায়হান, ইংলীশ রোড ঢাকা-১১০০

শিশুরা কেন?

আমাদের রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবকদের ধারণা, সভা-সমাবেশে যত বেশি লোক হাজির করা যায় সে অনুষ্ঠানটি ততো সাফল্যমন্ডিত হবে। এ অবস্থার শিকার হতে হয় মাঝেমধ্যে কোমলমতি শিশু-কিশোরকেও। এলাকায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা সমাজসেবক, সরকারি আমলার আগমনে অনেক সময় সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের এনে হাজির করা হয়। এতে অনেক সময় তারা পিপাসায়, ক্লান্তিতে অজ্ঞানও হয়ে পড়ে। এই অমানবিক অনিচ্ছাশ্রমে মানবাধিকার ও শিশু অধিকার প্রচেষ্টার দাবিদার সংস্থাগুলোর এখনই এগিয়ে আসা উচিত।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

নগর যান

পুরনো ঢাকার মতো নুতন ঢাকায়ও অনেক এলাকা গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে সুষ্ঠু সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। অল্প ব্যয়ের যানবাহনও ব্যবহার করা যাচ্ছে না, রিকশাই এখনও প্রধান বাহন। ঢাকা শহরে রিকশা সবচেয়ে ব্যয়বহুল যান। ঢাকা শহরের সড়কে ব্যবহৃত হচ্ছে নানা ধরনের যানবাহন একই সঙ্গে। সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। ঢাকা শহরে যানজটের মূল কারণ কেবল সড়ক নয়, যানবাহনের যথেচ্ছ ব্যবহারও এজন্য দায়ী।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

এ ম ন য দি হ তো

n একদা জনপ্রিয় শা. চৌর কলাম যদি ২০০০-এর পাতায় ছাপা হতো। n ২৪ ঘন্টার ভাষা বিন্যাসে যদি আরেকটু প্রাণসঞ্চার করা যেত এবং প্রতিবেদকেরা যদি পুরো ২৪ ঘন্টাই স্পটে থাকতেন। n রান্নাবান্না ও রাশি গণনা যদি সেন্টারস্প্রেডে না থেকে একদম পেছনের দিকে চলে যেত। n সেন্টারস্প্রেডে দুনিয়া জুড়ে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া চটুল, মজাদার ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে 'এখানে সেখানে' ধরনের একটা বিভাগ যদি চালু হতো। n বর্তমানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে কমপক্ষে একটা পাতাও যদি নিয়মিত ছাপা হতো। n একঘেয়ে 'চিরকূট' বিভাগটি যদি বন্ধ হয়ে যেতো। n দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচিত বই নিয়ে একটা বিভাগ যদি থাকতো। n শব্দজট ও শব্দের খেলা (ক্রসওয়ার্ড) জাতীয় কিছু যদি নিয়মিত ছাপা হতো। n বানান ভুল, ছাপার ভুল, বাক্য গঠনে ত্রুটি ইত্যাদি যদি ২০০০-এর পাতায় সহসা চোখে না পড়ত।

আসিফ হোসেন, পোর্ট কেলাং, মালয়েশিয়া

বি, স : এমন যদি হত তাহলে কেমন হত তা আমরা বিবেচনা করছি। রান্না ও রাশি একদম পেছনের দিকে নিলে তা রঙিন পৃষ্ঠায় ছাপা সম্ভবপর হয় না। পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ মাঝে মধ্যেই বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নিয়মিত পাতা করার পরিকল্পনা এখনও আমাদের নেই। তবে বই সমালোচনা নিয়ে একটি বিভাগ আছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর। বিভাগটি মাসে অন্তত একবার নিয়মিত প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের আছে। বানান ভুল, ছাপার ভুল থেকে শীঘ্রই ২০০০ বের হয়ে আসবে।